জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০০২

(২০০২ সনের ৮ নং আইন)

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রাখা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণকল্পে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল গঠন এবং তত্সম্পর্কিত আনুষংগিক বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “উপদেষ্টা পরিষদ” অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ;

(খ) “কাউন্সিল” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল;

(গ) “চেয়ারম্যান” অর্থ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান;

(ঘ) “নিবন্ধীকরণ” অর্থ এই আইনের অধীন নিবন্ধীকরণ;

(ঙ) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(চ) “প্রধান উপদেষ্টা” অর্থ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী;

(ছ) “ব্যক্তি” অর্থে সংঘ, সমিতি, সংগঠন এবং কোম্পানীও অন্তর্ভুক্ত;

(জ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঝ) “মহাপরিচালক” অর্থ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের মহাপরিচালক;

(ঞ) "মুক্তিযোদ্ধা পরিবার" অর্থ কোন মুক্তিযোদ্ধার স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা এবং মাতা;

(ট) "সদস্য" অর্থ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের কোন সদস্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা ও কার্যাবলী

কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা

৩। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল থাকিবে।

(২) কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং কাউন্সিল ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

প্রধান কার্যালয়

৪। কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের অন্য যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

উপদেষ্টা পরিষদ

৫। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত উপদেষ্টাদের সমন্বয়ে কাউন্সিলের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে, যথা:-

(ক) প্রধানমন্ত্রী, যিনি কাউন্সিলের প্রধান উপদেষ্টা হইবেন;

(খ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(গ) মুক্তিযুদ্ধের ব্রিগেড কমান্ডার, সেক্টর কমান্ডার, সাব-সেক্টর কমান্ডার অথবা উল্লিখিত কমান্ডসমূহের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্টদের মধ্য হইতে পাঁচজন ব্যক্তি, যাঁহারা প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(২) এই ধারার অধীন মনোনীত উপদেষ্টাগণ প্রধান উপদেষ্টার সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে উপদেষ্টা পরিষদের বত্সরে অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং উক্ত সভায় কাউন্সিলের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হইবে।

(৪) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় উপদেষ্টা পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

কাউন্সিলের গঠন

৬। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত নয় সদস্য সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) মুক্তিযুদ্ধের ব্রিগেড কমান্ডার, সেক্টর কমান্ডার, সাব-সেক্টর কমান্ডার অথবা উল্লিখিত কমান্ডসমূহের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্টদের মধ্য হইতে আটজন ব্যক্তি, যাঁহারা প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(২) এই ধারার অধীন মনোনীত সদস্যগণ উক্তরূপ মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বত্সর মেয়াদের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান উপদেষ্টা উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই কাউন্সিলের যে কোন সদস্যকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যোগে যে কোন সদস্য স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) মহাপরিচালক কাউন্সিলের সচিব হইবেন।

কাউন্সিলের কার্যাবলী

৭। কাউন্সিলের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়সহ জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ;

(খ) মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণসহ সর্বোতভাবে পুনর্বাসন;

(গ) রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের সকল স্তরে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রাখা ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে সকল শ্রেণীর শিশু-কিশোর, যুবক, ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষক,

কৃষক, মহিলা, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সকল শ্রেণীর পেশাজীবিদের সমন্বয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে অংগ সংগঠন গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;

(ঘ) মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠন, সংঘ, সমিতি, যে নামে অভিহিত হউক না কেন, পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন;

(ঙ) মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের নিবন্ধীকরণ;

(চ) মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের নিবন্ধীকরণ ফিস, নবায়ন ফিস ইত্যাদি নির্ধারণ;

(ছ) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি রক্ষার্থে গৃহীত প্রকল্প পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এবং ভবিষ্যত্ প্রকল্প গ্রহণ;

(জ) সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি, সংস্থা ও সংগঠন কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্মৃতি, আদর্শ সংক্রান্ত সৌধ, ভাস্কর্য, যাদুঘর ইত্যাদি নির্মাণের অনুমতি প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;

(ঝ) প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন, সনদপত্র ও প্রত্যয়নপত্র প্রদানে এবং জাল ও ভুয়া সনদপত্র ও প্রত্যায়নপত্র বাতিলের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

(ঞ) মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন।

কাউন্সিলের সভা

৮। (১) এই ধারায় অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কাউন্সিলের সভার কার্যপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে মহাপরিচালক এইরূপ সভা আহ্বান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই মাসে কাউন্সিলের অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যানসহ তিন জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটে সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের দ্বিতীয় ও নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা কাউন্সিল গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কাউন্সিলের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তত্সম্পর্কে কোন

প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৬) কাউন্সিলের প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী ও গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত এই আইনের পরিপন্থী হইলে উহা বাতিল বা সংশোধন করিবার জন্য বা কার্যকর না করিবার জন্য সরকার সময় সময় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং তদনুসারে কাউন্সিল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

কাউন্সিলের নির্বাহী ক্ষমতা

৯। (১) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে কাউন্সিলের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাউন্সিলের অন্য কোন সদস্য বা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রযুক্ত হইবে।

(২) সরকার, কাউন্সিলের যে কোন রেকর্ড, নথি এবং অন্যান্য কাগজাদি তলব ও অবলোকন করিতে পারিবে এবং কাউন্সিলের কার্যাবলী সম্পাদন, পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার যে কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোন ভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(৪) কাউন্সিলের নির্বাহী ক্ষমতা বা অন্য কোন কার্য কাউন্সিলের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।

কমিটি

১০। কাউন্সিল উহার কাজে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনবোধে, এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা, দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নিবন্ধীকরণ, ইত্যাদি

মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নিবন্ধীকরণ, ইত্যাদি

১১। (১) মহাপরিচালক, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিবন্ধক হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধি বিধান অনুসরণে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিতে আগ্রহী হইলে তিনি নিবন্ধনের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।